رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

আল-মদদ ইয়া গউসে আযম

04-January-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

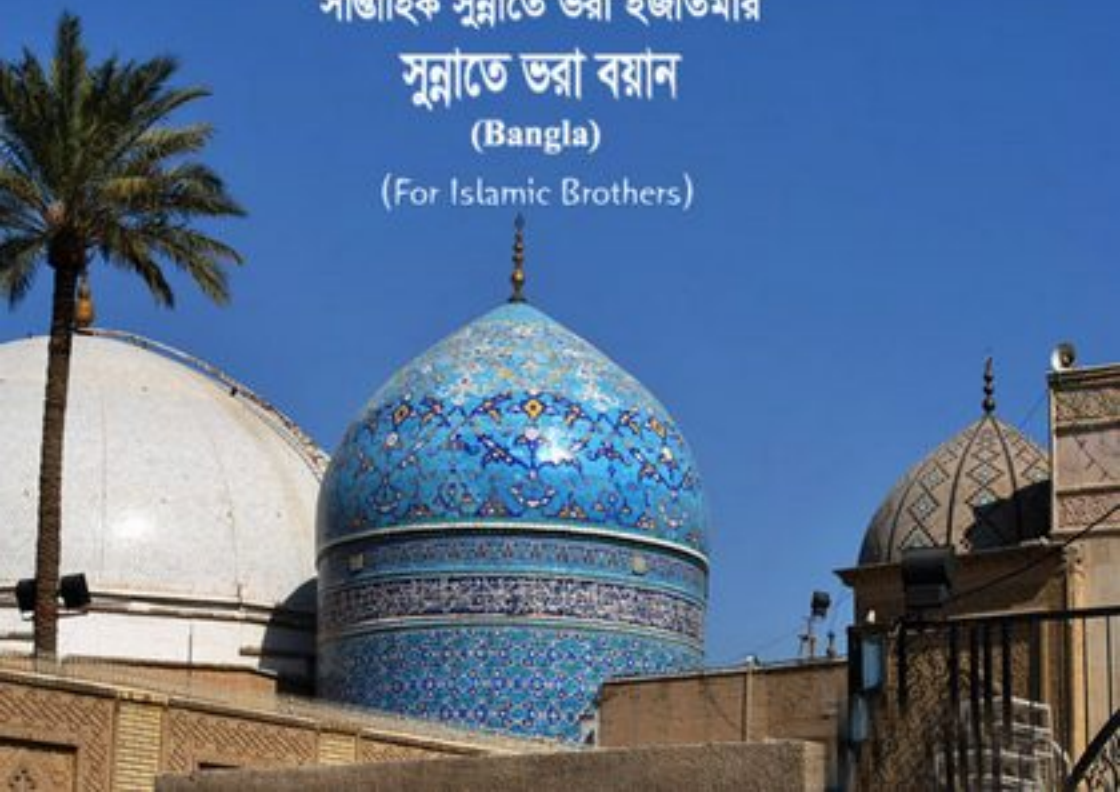

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এতে কোন সন্দেহ নাই যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পাঠ করা সকল আমলের চেয়ে উত্তম, এটি ঐ সকল ফিরিশতাদের যিকির, যারা জান্নাতের আশেপাশে থাকে এবং যখন তাঁরা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্বার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এর বরকতে জান্নাত প্রসারিত হয়ে যায়। **(আল ইবরিয, আল বাবুল হাদী আশর ফিল জান্নাত, বাবু ফি যিয়াদাতিল জান্নাতি..., ২/৩৩৮)**

জায়ে না জব তক গোলাম খুলদ হে সক পর হারাম
মিলক তো হে আ'প কা তুম পে করোড়ো দরূদ। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ হে জান্নাতের মালিক **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার শানই-বা কিরূপ যে, যতক্ষণ আপনার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, ততক্ষণ কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, জান্নাত তো আপনারই সম্পত্তি, আর আপনার বিনা অনুমতিতে কেইবা যেতে পারবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى اللهِ!,اُذْكُرُ اللهَ! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল-মদদ ইয়া গাউছে আযম

বাগদাদের একজন আলিমে দ্বীন জুমার নামাযের পর তাঁর ছাত্রদের সাথে ফাতিহাখানি করার জন্য কবরস্থানে গমন করলেন, তখন সেখানে একটি কালো রঙের সাপ দেখলেন, তিনি তা মেরে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর ধুলো উড়তে লাগলো এবং তিনি তাঁর ছাত্রদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ওস্তাদের এরূপ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে সকল ছাত্র খুবই আশ্চার্য ও চিন্তিত হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর দেখলো যে, ওস্তাদ সাহেব উন্নতমানের পোষাক পরে হেঁটে আসছিলো। যখন তাঁকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বলতে লাগলেন: আমাকে জ্বিনেরা উঠিয়ে একটি দ্বীপে (Island) নিয়ে গেলো এবং আমাকে সাগরে ডুবানোর পর তাদের বাদশাহের সামনে উপস্থিত করলো। আমি দেখলাম যে, জ্বিনদের বাদশাহ

www.dawateislami.net

হাতে খোলা তরবারি নিয়ে আসনে বসে আছে আর তার সামনে একটি যুবকের লাশ রাখা আছে, যার থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। জ্বিনদের বাদশাহ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হলো যে, এই ব্যক্তিই তার হত্যাকারী। একথা শুনেই বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলো: সে তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি, তবুও তুমি কেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে দিলে? আমি বললাম: এই যুবককে তো আমি হত্যা করিনি, আপনার খাদিমরা আমাকে অপবাদ দিচ্ছে। খাদিমরা বললো: তার হত্যাকারী হওয়ার প্রমাণ হলো যে, এই ব্যক্তির লাঠিতে রক্ত লেগে আছে। আমি বললাম: এই রক্ততো একটি সাপের, যা আমি মেরেছিলাম। বাদশাহ বললো: যে সাপ তুমি মেরেছো, সেই তো আমার সন্তান ছিলো। বাদশাহ বিচারককে বললো: এই ব্যক্তি হত্যার কথা স্বীকার করেছে, সুতরাং তাকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ শুনিয়ে দাও। একথা শুনেই বিচারকও আমার মৃত্যুদন্ডের আদেশ জারি করে দিলো। এবার জ্বিনদের বাদশাহ তলোয়ার দিয়ে আমাকে আঘাত করতে উদ্ধত হলো, আর আমি মনে মনে মাহবুবে সোবহানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলাম, তখনই একজন নূরানী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব হলো এবং বাদশাহকে বলতে লাগলো: এই আলিমে দ্বীনকে হত্যা করো না, সে সুলতানুল আউলিয়া হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদ, যদি গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে হত্যা করা সম্পর্কে তোমায় জিজ্ঞাসা করে তবে কি উত্তর দেবে? জ্বিনদের বাদশাহ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাম শুনতেই তলোয়ার রেখে দিলো এবং আমাকে বললো যে, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যে সম্মান ও মর্যাদা আমার মনে রয়েছে তার খাতিরেই আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম আর এখন তুমি এই মৃতের জানাযা পড়াও এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। এরপর আমাকে আলখেল্লা পরিয়ে জ্বিনদের সাথে বিদায় করে দিলো। **(তাফরীহুল খাতির, ১০৩ পৃষ্ঠা)**

থরথরাতে হে সভী জিন্নাত তেরে নাম সে
হে তেরা ওহ দবদবা ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানা গেলো যে, আমার আক্বা, গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মানুষের পাশাপাশি জ্বিনদেরও মুর্শিদ অর্থাৎ তিনি সায়্যিদুস সাকালাইন, সাকালাইন অর্থ মানুষ ও জ্বিন। যেমন আমাদের **আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একটি উপাধী হলো রাসূলুস সাকালাইন অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জ্বিন এবং মানুষের রাসূল, অনুরূপভাবে গাউছে পাকও জ্বিন ও মানুষের পীর ও মুর্শিদ এবং তাদের মাঝেও তাঁর শাসন ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের গাউছে পাকের শান ও মহত্ব খুবই উচ্চ, তিনি তাঁর প্রেমিকদের বিপদ দূর করেন, কেউ কিছু চাইলে তখন তার সেই চাহিদা পূরণ করেন। কেউ সাহায্যের জন্য ডাকলে এবং সত্য অন্তরে ফরিয়াদ করলে, তবে তাকে উদ্ধারও করে থাকেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি খুবই মনমুগ্ধকর ঘটনা শ্রবণ করি।

এক ব্যক্তি যার পিতার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিলো, সে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: গতরাতে স্বপ্নে আমি আমার আব্বাজনকে আযাবে লিপ্ত দেখলাম, তখন আমার মরহুম আব্বাজান আমাকে বললো: "আমাকে কবরের আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হয়েছে, তুমি গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট গিয়ে আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাও।" গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার পিতা কি কখনো আমার মাদরাসার সামনে দিয়ে গমন করেছিলো?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিলো: "জি হ্যাঁ।" একথা শুনে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ চুপ হয়ে গেলেন, অতঃপর ঐ ব্যক্তি নিজের ঘরে চলে গেলো। রাতে সে স্বপ্নে তার পিতাকে খুবই প্রফুল্ল ও আনন্দিত দেখলো, তিনি সবুজ পোষাক পরে আছেন এবং বলছিলেন যে, "গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দোয়ায় **আল্লাহ তায়ালা** আমার আযাব বন্ধ করে দিয়েছেন আর তাঁরই কারণে আমাকে এই পোষাকটি পরানো হয়েছে, সুতরাং আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়া নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও।" সেই ব্যক্তি এই ঘটনাটি গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: "**আল্লাহ**র শপথ! আমার সাথে এই ওয়াদা করা হয়েছে, যে কেউই আমার মাদরাসার পাশ দিয়ে গমন করবে, তবে তার আযাবে প্রশমন করে (কমিয়ে) দেয়া হবে।

(বাহজাতুল আসরার, বাবু যিকরি ফদলু আসহাবুহু ওয়া বাশারাহুম, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মিল গেয়া মুঝ কো গাউছ কা দা'মান, ফযলে রাব্বে করীম সে রৌশন
মেরী তাকদীর কা সিতারা হে, ওয়াহ কিয়া বা'ত গাউছে আযম কি
গাউছ রঞ্জ ও আলম মিঠাতে হে, উস কো সীনে সে ভি লাগাতে হে
আ'গেয়া জু ভি গম কা মা'রা হে ওয়াহ কিয়া বা'ত গাউছে আযম কি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৭, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, শাহানশাহে বাগদাদ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ সাহায্যকারী ও চাহিদা পূরনকারী, একজন দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ফরিয়াদে তার মরহুম পিতার জন্য কবরের আযাব থেকে মুক্তির দোয়া করলে তার আযাব থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো। এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, বুযুর্গদের দরবারে উপস্থিত হওয়া রহমত বর্ষণের উপলক্ষ্য হয়ে থাকে। আমাদের যখনই কোন পেরেশানি বা বিপদাপদ এসে যায় তবে দুনিয়াবী ধনী ও বাদশাহের সামনে মাথা নত করা বা হাত প্রসারিত করার পরিবর্তে **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হওয়া উচিৎ। তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিপদাপদ দূর হওয়ার দোয়া করানো উচিৎ এবং কখনো কখনো তাঁদের বরকতময় সহচর্য থেকেও উপকারিতা অর্জন করতে থাকা উচিৎ, তা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খুবই উপকারী সাব্যস্থ হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। যেমনটি আমাদের **আক্বা ও মওলা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎসাহ প্রদান করে ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের ঐ বিষয়ের মূল সম্পর্কে পথ প্রদর্শন করবো না, যা দ্বারা তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পেয়ে যাবে (অতএব সেই মূল বিষয়টি হচ্ছে) তোমরা যিকিরকারীদের আসরে অংশগ্রহন করো এবং যখন তোমরা একাকীত্বে থাকবে তখন যতটুকু সম্ভব নিজের মুখকে **আল্লাহ তায়ালার** যিকিরে নাড়তে থাকো, তাঁর পথকে ভালবাসো এবং **আল্লাহ তায়ালার** ওয়াস্তে শত্রুতা করো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মাকারিবাতি..., ৬/৪৯২, হাদীস নং-৯০২৪)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের পাকের আলোকে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওলামায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামিলিনদের আসর, হোক তা মাদরাসা বা কোরআন ও হাদীসের দরসের আসর বা সূফীয়ায়ে কিরামদের যিকিরের মাহফিল, এই বাণীটি অনেক ব্যাপক, যে মাহফিলে **আল্লাহ তায়ালার** ভয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশক এবং রাসূলের আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেই মাহফিল খুবই উপকারী। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬০৩)

www.dawateislami.net

বুড়ি সোহবতোঁ সে কানারা কশি কর কে আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহোল
সনওয়ার জায়ে গী আ'খিরাত اِنْ شَآءَ الله তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়াময় **আল্লাহ**র নেক বান্দাদের সহচর্যের অনেক উপকারীতা (Benefits) রয়েছে। যেমন; ❁ তাঁদের চরিত্র ও আচরণ এবং উত্তম আমল দেখে গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের সহচর্যে নেককাজ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের সহচর্যে অন্তরের কঠোরতা দূর হয়ে যায়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের সহচর্যে অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের সহচর্যে উত্তম অভ্যাস সমূহ সৃষ্টি হয়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের সহচর্যে মন্দ স্বভাব সমূহ দূর হয়ে যায়। ❁ **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের সহচর্যে ঈমানের উপর পরিনতি এবং আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়। কিন্তু যখনই এই সৌভাগ্য নসীব হয় তখন কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে নয় বরং দ্বীনি উপকারীতা অর্জনের নিয়্যতে যাওয়া উচিৎ, কেননা এই উত্তম সহচর্যের খুবই বরকতে রয়েছে এবং মন্দ সহচর্যের অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন; ❁ মন্দ সহচর্যের প্রভাব দ্রুত এবং ধ্বংসময় হয়ে থাকে। ❁ মন্দ সহচর্য নেক চরিত্রবান এবং সহজ সরল মানুষকে হীনতার গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে দেয়। ❁ মন্দ সহচর্য মন্দ কাজে বৃদ্ধি এবং সমাজের অবনতির কারণ হয়ে থাকে। ❁ মন্দ সহচর্য অনেক সময় ঈমানের জন্য বিষাক্ত হত্যাকারী হিসেবে পরিগনিত হয়। সুতরাং আমাদের কারো সহচর্যে উঠাবসা করার পূর্বে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা ও বাচ-বিচার করে নেয়া উচিৎ, কেননা তার সহচর্য আমার জন্য কি উপকারী সাব্যস্থ হবে নাকি দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমনটি

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: ফাজির (প্রকাশ্য গুনাহ সম্পাদনকারী) এর সাথে বন্ধুত্ব করো না, কেননা সে তার (মন্দ) কাজটি তোমার সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে এবং সে চাইবে যে, তুমিও তার মতো হয়ে যাও আর নিজের নিকৃষ্ট স্বভাবকে উত্তম রূপে দেখাবে, তোমার নিকট তার আসা যাওয়া দোষনীয় এবং লজ্জার কারণ হবে

www.dawateislami.net

এবং নির্বোধের সাথেও বন্ধুত্ব করোনা, কেননা সে নিজেকে কষ্টে ফেলে দিবে এবং তোমার কোন উপকার করবে না আর কখনো বা এমনও হতে পারে যে, তোমার উপকার করতে চাইলো কিন্তু ক্ষতি করে বসলো, তার চুপ থাকা বলার চেয়ে উত্তম, তার দূরত্ব নৈকট্যের চেয়ে উত্তম আর তার মৃত্যু জীবিত থাকার চেয়ে উত্তম।

মিথ্যুকের সাথেও বন্ধুত্ব করোনা, কেননা তার সাথে থাকা তোমাকে উপকৃত করবে না, তোমার কথা অন্যের নিকট পৌঁছাবে আর অপরের কথা তোমার নিকট নিয়ে আসবে এবং যদিও তুমি সত্য কথা বলো তবুও সে সত্য বলবে না।

(তারিখে ইবনে আসকির, ৪২/৫১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম সহচর্য সর্বদা ভালই হয় আর মন্দ সহচর্য নিঃসন্দেহে মন্দ, উত্তম সহচর্য বান্দাকে সফল করে আর মন্দ সহচর্য বান্দাকে ধ্বংস করে দেয়, তাই উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আশিকানে রাসূলের সহচর্য প্রদান করে থাকে, তা শক্তভাবে আকঁড়ে ধরে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঐ রহমত অর্জিত হবে যে, মৃত্যুর পর সম্ভবত আফসোস হবে, আহ! আমার পুরো জীবন যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে অতিবাহিত হতো। আহ! আমি যদি প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফরে অভ্যস্থ হতাম, আহ! আশিকানে রাসূলের সহচর্যে আমার সারা জীবন যদি শিখা এবং শেখানোতেই অতিবাহিত হয়ে যেতো। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা এবং মন্দ সহচর্য থেকে দূর থাকার সৌভাগ্য নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো — সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো
ইলম হাসিল করো জাহিল যায়িল করো — পাওগে রা'হাতেঁ কাফেলে মে চলো
সুন্নাতেঁ সিখনে তিনদিন কেলিয়ে — হার মাহিনে চলেঁ কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কিছু কিছু মাশায়িখ বর্ণনা করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাদরাসায় বসে ছিলেন: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উঠে গিয়ে নিজের কাঠের জুতা পরে নিলেন এবং ওযু করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতে লাগলেন,

www.dawateislami.net

নামাযের পর উচ্চ আওয়াজে শ্লোগান দিলেন এবং নিজের একটি জুতা নিয়ে শূন্যে ছুড়ে মারলেন, যা আমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো, অতঃপর আবারো শ্লোগান দিলেন এবং অপর জুতাটিও ছুড়ে মারলেন, তাও দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আগের জায়গাতেই বসে গেলেন। আমাদের মধ্যে কেউ আসল বিষয়টি জানার সাহস করলাম না। ২৩দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একটি কাফেলা বাগদাদে এসে পৌঁছলো, তখন এই কাফেলার আমীর বলতে লাগলো: আমাদের নিকট হযরতগাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্য উপহার রয়েছে, লোকেরা হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এসম্পর্কে বললে তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তা নিয়ে এসো। কাফেলার সদস্যরা আমাদের এক মণ রেশমী কাপড়, অনেক সোনা ও উভয় কাঠের জুতাও দিয়েছে, যা একমাস পূর্বে আপনি শূন্যে ছুড়ে মেরেছিলেন, আমাদের জিজ্ঞাসা করাতে তারা বললো যে, আমরা সফরুল মুয়াযযমের তিন তারিখ রবিবার একটি জঙ্গল দিয়ে সফর করছিলাম, হঠাৎ ডাকাতরা আমাদের উপর আক্রমন করলো, তাদের দু'জন সর্দার ছিলো, তারা আমাদের মালপত্র লুট করে নিয়ে গেলো এবং কিছু মুসাফিরদের হত্যা করে দিয়েছিলো আর কাফেলা লুট করার পর পাশেরই একটি লোকালয়ে মালপত্র ভাগ করছিলো। আমরা তখন চিৎকার করে বললাম যে, যদি এই মুহূর্তে শায়খ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাদের সাহায্য করে, তবে আমরা এই উপহারগুলো তাঁর খেদমতে পেশ করবো। এমনই সময় আমরা লোকালয়ে এমন আওয়াজ শুনলাম, যাতে পুরো লোকালয় গুঞ্জন করে উঠলো এবং সেই ডাকাতরা ভীত হয়ে গেলো, আমরা ভবলাম যে, ডাকাতদের উপর হয়তো অন্য কোন ডাকাতদল হামলা করেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর কিছু ডাকাত কাঁপতে কাঁপতে আমাদের নিকট এলো এবং বলতে লাগলো তোমাদের মাল তোমরা ফিরিয়ে নাও আর ওখানে গিয়ে দেখো আমাদের উপর কি ঘটেছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, উভয় সর্দার মরে পরে আছে এবং উভয়ের পাশে এক একটি করে ভেজা জুতা পরে আছে, আমাদের মালপত্র ফিরিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো যে, এই ঘটনায় কোন মহান সংবাদ রয়েছে।

(বাহজাতুল আসরার, ১৩২ পৃষ্ঠা)

হামারা ভি বেড়া লাগা দো কিনারে
তুমহে না খোদায়ী মিলি গাউছে আযম
তাবাহি সে নাও হামারা বাঁচা দো
হাওয়ায়ে মুখতালিফ চলি গাউছে আযম
ফিদা তুম পে হো জায়ে নূরী মুদতার
ইয়ে হে উস কি হোয়াহিশ দিলি গাউছে আযম

(সামানে বখশীশ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ কি রহমত গাউছে পাক হে বাইসে বরকত গাউছে পাক
হে সাহিবে ইযযত গাউছে পাক দরিয়ায়ে কারামত গাউছে পাক
♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানতে পারলাম যে, যদি আমরা কোন বিপদে ফেঁসে যাই, দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রকাশ্য কোন সাহায্যকারী না থাকে তবে এরূপ পরিস্থিতিতে নিজের পীর ও মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সাহায্যের জন্য এভাবে আহবান করা উচিৎ যে, **"ইয়া গাউছে পাক আমাকে সাহায্য করুন"** তবে **আল্লাহ তায়ালা** দয়ায় আশা করা যায় যে, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিপদগ্রস্থ মুরীদকে সাহায্য করার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসবেন এবং এরূপ বিপদের সময় বুযুর্গদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে তো হাদীসে পাকেও উৎসাহ বিদ্যমান, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোন কিছু হারিয়ে যায় বা পথ ভূলের যাও এবং সাহায্য প্রয়োজন হয় আর এমন স্থানে যেখানে কোন সাহায্যকারী নাই তবে তার উচিৎ এভাবে আহ্বান করা: "يَاعِبَادَاللهِ! اَغِيْثُوْنِىْ، يَاعِبَادَاللهِ! اَغِيْثُوْنِىْ" হে **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা! আমাকে সাহায্য করো, হে **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা! আমাকে সাহায্য করো।" কেননা **আল্লাহ তায়ালা**র কিছু বান্দা রয়েছে, যাদেরকে সে দেখে না।

(আল মু'জামুল কবীর, ১৭/১১৭, হাদীস নং-২৯০)

আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি বিপদে আমার নিকট ফরিয়াদ করে বা আমাকে ডাকে তবে আমি তার বিপদ দূর করবো এবং যে ব্যক্তি আমার ওসীলায় **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট নিজের চাহিদা প্রার্থনা করবে তবে **রব তায়ালা** তার চাহিদা পূরন করে দিবেন। **(বাহজাতুল আসরার, যিকরে ফদলূ আসহাবা ..., ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি প্রদানকারী **রব তায়ালা**র পবিত্র সত্বা ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণরূপে জায়িয কাজ, শরীয়তে এই ব্যাপারে কোথাও কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বরং **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান আর

www.dawateislami.net

আমাদের আক্বীদাও এরূপ হওয়া উচিৎ যে, **আল্লাহ তায়ালা**র আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাঁরই প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাহায্য করে থাকেন। যারা এরূপ বলে যে, শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র নিকটই সাহায্য চাওয়া উচিৎ, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن থেকে সাহায্য চাওয়া উচিৎ নয়, এটি হচ্ছে শয়তানী আক্রমন, এরূপ কথা যারা বলে তারা অনেক সময় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অপমানও করে বসে আর আম্বিয়াদের অপমান করার কারণে সোজা কুফরের মধ্যে গিয়ে পতিত হয়। এই কুমন্ত্রণা (Suspicion) রহিত করণে এই বিষয়টি মনের মাঝে গেঁথে নিন যে, নিঃসন্দেহে সাহায্য করা **আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্র সত্বার জন্যই বিশেষায়িত। তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কেউ একটি কণা পরিমানও উপকার করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ! **তাঁর** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **তাঁরই** নৈকট্যশীল বান্দা বা অন্যান্য প্রাণী বা জড় বস্তু **"লাভ ও ক্ষতি"**র মালিক হতে পারে, যেমনটি **১ম** পারার সূরা বাকারার ৪৫ নং আয়াতে **রব তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

একটু ভাবুন! সকল সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আদেশ দিচ্ছেন যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। যদি **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া নাজায়িয হতো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** এই আদেশ কেন দিলেন যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও! কেননা ধৈর্য ও নামায **আল্লাহ** নয় বরং **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কেউ। অনুরূপভাবে ৫ম পারার সূরা নিসার ৬৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেরদের আত্মার প্রতি যুলুম করে, তখন হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে উপস্থিত হয় এবং **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।

www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** কি **তাঁর মাহবুবের** উম্মতের গুনাহকে নিজ থেকেই ক্ষমা করতে পারেন না। তবে এরূপ কেন ইরশাদ করেছেন যে, হে **নবী**! আপনার নিকট উপস্থিত হবে এবং আপনি যদি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তাদের জন্য ক্ষমা করেন তবেই এই দৌলত ও নেয়ামত পাবে। (দয়াময় **রব তায়ালার** গুনাহগারদেরকে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেয়া এবং সেখানে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজেদের সুপারিশকারী বানানো, এটাইতো **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া এবং) এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যা কোরআনে করীমে স্পষ্টাকারে ইরশাদ হয়েছে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩০৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া নিঃসন্দেহে জায়িয বরং এটাতো আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সুন্নাত, এমনকি **আল্লাহ তায়ালাও তাঁর** বান্দাদের নিকট সাহায্য চেয়েছেন, অথচ **তিনি** কাদিরে মুতলাক অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান, কখনোই কারো মুখাপেক্ষী নয়, আসুন! শুনুন যে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** বান্দাদের কোন শব্দ দ্বারা দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন, যেমন ২৬তম পারার সূরা মুহাম্মদ এর ৭ম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝۷

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা **আল্লাহর** দ্বীনের সাহায্য করো, তবে **আল্লাহ** তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দিবেন।

ভাবুন তো! **আল্লাহ তায়ালা** কি **তাঁর** দ্বীনকে প্রসার করার ক্ষমতা রাখেন না? নিশ্চয় ক্ষমতা রাখেন কিন্তু **তাঁর** ইচ্ছা হলো যে, বান্দাদের ইরশাদ করছেন; যদি তোমরা **আল্লাহ তায়ালার** দ্বীনের সাহায্য করো তবে **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের সাহায্য করবেন। মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালা** হচ্ছেন ধনী এবং অমুখাপেক্ষী, **তাঁর** কোন বান্দার সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং **তিনি তাঁর** দ্বীনের প্রসার (Propagation) এবং এর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য বান্দার সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, এখানে যে বান্দাদের **আল্লাহ তায়ালার** দ্বীনের সাহায্য করার জন্য ইরশাদ করা হয়েছে তা

www.dawateislami.net

আসলে বান্দার নিজের উপকারের জন্যই, কেননা এই অবস্থায় **আল্লাহ তায়ালা**র সাহায্য অর্জিত হবে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে তার দৃঢ়তা নসীব হবে।

(সীরাতুল জিনান, ৯/২৯৯)

অনুরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামরাও **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত অন্য কারো সাহায্য চেয়েছেন, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নিজের হাওয়ারীদের (অনুসারীদের) থেকে সাহায্য চেয়েছেন, যেমনটি ২৮ পারার সূরা আস সাফ এর ১৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ لِلۡحَوَارِیّٖنَ مَنۡ اَنۡصَارِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ ؕ قَالَ الۡحَوَارِیُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰہِ

(পারা ২৮, সূরা আস সাফ, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মরিয়ম তনয় ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, "কারা আছে, যারা **আল্লাহ**র পক্ষ হয়ে আমার সাহায্য করবে?" হাওয়ারীগণ বললো, "আমরাই হলাম **আল্লাহ**র দ্বীনের সাহায্যকারী।"

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে যখন দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য ফেরআউনের নিকট যাওয়ার আদেশ দেয়া হলো, তখন তিনি বান্দার সাহায্য অর্জনের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আরয করলেন, যেমনটি ১৬তম পারার সূরা ত'হা এর ২৯-৩১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اجۡعَلۡ لِّیۡ وَزِیۡرًا مِّنۡ اَهۡلِیۡ ﴿۲۹﴾ هٰرُوۡنَ اَخِی ﴿۳۰﴾ اشۡدُدۡ بِهٖۤ اَزۡرِیۡ ﴿۳۱﴾

(পারা ১৬, সূরা ত'হা, আয়াত ২৯-৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উযীর করে দাও! সে কে? আমার ভাই হারূন; তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে এই আয়াতে মুবারকা সমূহ শ্রবন করে ঐ শয়তানী কুমন্ত্রণা অবশ্যই দূর হয়ে গেছে, কেননা আম্বিয়ায়ে কিরামরাও **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত অপরের নিকট সাহায্য চেয়েছেন, **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া যদি مَعَاذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ শিরিক হতো, তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام কিভাবে তা করতো? আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদেরও এই বিশ্বাস (Belief) ছিলো যে, যখন কোন চিন্তা, বিপদাপদ, কষ্টে **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হতো, তবে তারা **তাঁর (আল্লাহ তায়ালা**র) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাহায্য করতেন, এই কারণেই তারা বিপদের সময় **"ইয়া গাউছ আল মদদ"** বলে

www.dawateislami.net

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ডাকতেন, তখন তাদের বিপদাপদ দূর হয়ে যেতো, আসুন! এ সম্পর্কীত একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

ইয়া গাউছে পাক সাহায্য করুন

হযরত বিশর কোরযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "একবার আমি বোঝাই ভর্তি ১৪টি উটসহ একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে ছিলাম, আমরা রাতের বেলায় এক ভয়ানক জঙ্গল অতিক্রম করছিলাম, রাতের প্রথমাংশে আমার চারটি মাল বোঝাই উট হারিয়ে গেলো, অনেক খোঁজাখুজির পরও পাইনি, কাফেলাও চলে গেলো, উট চালনাকারী আমার সাথে রয়ে গেলো, সকাল বেলা হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে, আমার পীর ও মুর্শিদ হুযুরে বাগদাদ জনাবে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে বলেছিলেন: "যখনই তুমি কোন বিপদে পড়বে তখন আমাকে ডাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে বিপদ দূর হয়ে যাবে।" তাই আমি ফরিয়াদ করলাম: "হে শায়খ আব্দুল কাদের! আমার উট হারিয়ে গেছে।" হঠাৎ পূর্ব দিকে টিলার উপর সাদা পোশাক পরিহিত একজন বুযুর্গ আমার নজরে পড়লো, যিনি ইশারায় আমাকে তাঁর দিকে ডাকছিলেন, আমি উট চালনাকারীদেরকে নিয়ে যখনই সেখানে পৌঁছলাম, ঐ বুযুর্গ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গলেন, আমি অবাক হয়ে এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম, হঠাৎ আমার হারানো সেই চারটি উট টিলার নিচে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমি দেরি না করে সেগুলো ধরে ফেললাম এবং আপন কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলাম। **(বাহজাতুল আসরার, ১৯৬ পৃষ্ঠা)**

কিউঁ না যাওঁ মে গাউছ পর ওয়ারী, আ'ফতেঁ দূর হো কায়ি সারি
জব তরপ কর উনহেঁ পুকারা হে, ওয়াহ কিয়া বা'ত গাউছে আযম কি
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়ত গাউছে পাক ওলীয়ুঁ পে হুকুমত গাউছে পাক
শাহবাযে খেতাবত গাউছে পাক ফানুসে হেদায়ত গাউছে পাক
♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "মাদানী দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের আক্বীদার হিফাযত, আখিরাতের ভাবনা, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহের মানসিকতা পেতে **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। ✤ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **মাদানী দরস**, বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✤ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে।

আত্তারের দোয়াঃ ইয়া **রাব্বে মুহাম্মদ** عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন প্রতিদিন দু'টি দরস দেবে বা শুনবে তাদেরকে এবং আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশে একত্রে রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জু দেয় রোজ দু দরসে ফয়যানে সুন্নাত
মে দেয় তা হোঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

আসুন! আমলের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করতে মাদানী দরসের একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

স্কুলে মাদানী দরস দেয়ার বরকত

মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতান) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নিজের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো অযথা নষ্ট করে দিচ্ছিলো, যার জন্য তার সামান্য পরিমাণ অনুশোচনাও ছিলো না, দ্বীনি জ্ঞান না

www.dawateislami.net

থাকা, ক্রিকেটের আসক্তি এবং গান, বাজনা ও সিনেমা নাটকের প্রবল আগ্রহী ছিলো। নামুহরিম মহিলার সাথে মেলামেশা তার নিকট লজ্জার ছিলোনা, তার জীবনে পরিবর্তন এভাবে আসলো যে, সৌভাগ্যক্রমে তার স্কুলে এমন কিছু বন্ধুর সহচর্য অর্জিত হয়েছিলো, যারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো সাদা পোষাক পরিহিত খুবই ভাল মনে হতো, নিজের ক্লাশে দরস দেয়া এবং দরসের পর খুবই ভালবাসাপূর্ণ ভাবে সাক্ষাত করে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেয়া তার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো, সেই ইসলামী ভাই তার চরিত্র ও আচরণ দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলো, মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর তারও দরস দেয়ার আগ্রহ জন্মালো এবং সেও দরস দেয়া শুরু করলো। ধীরে ধীরে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলো, যার বরকতে তার মনের দুনিয়া পাল্টে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দৃষ্টি নত রেখে নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলার অভ্যাস হয়ে গেলো, মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে সুন্নাতের চর্চা করতে লাগলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে শুনছিলাম যে, তাঁকে বিপদের সময় ইয়া গাউছ, ইয়া গাউছ আল মদদ, ইয়া শায়খ আব্দুল কাদের ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সাহায্যের জন্য আহবান করা হলে, তিনি সাহায্য করেন এবং অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কিরামকেও দূর থেকে ডাকা নিঃসন্দেহে জায়িয, কেননা এই **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যশীল বান্দারা **তাঁরই** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (Authority) শুধু মানুষের ফরিয়াদ শুনেন না বরং তাদের সাহায্যের জন্য তাশরীফ নিয়েও যান, যেমন; আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে আরয করা হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা আহমদ যাররুখ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যখন কারো কোন কষ্ট অনুভূত হয় তবে যেনো ইয়া যাররুখ বলে ডাক দেয়, তবে আমি দ্রুত তাকে সাহায্য করবো। তখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি যখনই সাহায্য প্রার্থনা করি তখন ইয়া গাউছ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُই বলি। "یَک دَر گِیرُ مُحکَم گِیر" (একই দরজা অবলম্বন করো কিন্তু একনিষ্টভাবে অবলম্বন করো)। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩য় অংশ, ৪০০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

জানা গেলো যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের এই পদ্ধতি ছিলো যে, বিপদের সময় দূরে হোক বা নিকটে নিজ পীর ও মুর্শিদকে আহ্বান করতেন। দূর থেকে কারো ফরিয়াদ শুনে নেয়া এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়, যা বান্দাদের জন্য অসম্ভব, তা সবই **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে নিঃসন্দেহে সম্ভব বরং প্রমাণিত।

হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নাহাওয়ান্দের ভুমিতে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, একদিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মসজিদে নববীর মিম্বরে খুতবা পাঠরত অবস্থায় হঠাৎ বললেন যে, يَاسَارِيَةُالْجَبَل (হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তোমার পিঠ করে নাও) মসজিদে উপস্থিতিরা আশ্চার্য হয়ে গেলো যে, হযরত সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তো নাহাওয়ান্দের মাটিতে অবস্থান করছে আর তা মদীনা মুনাওয়ারা হতে অনেক মাইল দূরে অবস্থিত। আজ আমিরুল মুমিনিন তাকে ডাক দিলেন কেনো? কিন্তু নাহাওয়ান্দ থেকে যখন হযরত সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দূত আসলো তখন সে বললো যে, যুদ্ধের ময়দানে যখন অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো তখন আমরা পরাজিত হয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় একটি আওয়াজ আসলো যে, হে সারিয়া! তুমি পাহাড়ের দিকে পিঠ করে নাও। হযরত সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন যে, এটিতো আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আওয়াজ, একথা বলে তিনি নিজের বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে পিঠ করে সারিবদ্ধ হওয়ার আদেশ দিলেন এবং এরপর যুদ্ধের পটই পরিবর্তন হয়ে গেলো আর অমুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো এবং ইসলামী বাহিনী বিজয় নিশান উড়ালো। **(তারিখুল খোলাফা, ৯৯ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়ে গেলো যে, দূর থেকে কাউকে দেখে নেয়া বা দূরের আওয়াজ শুনে নেয়া **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে সম্ভব। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষময় যুগে এই বিষয়টি বুঝে নেয়া তেমন কঠিন নয়, কেননা আজকাল আমরা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার যেকোন স্থানে বসে শুধু কারো সাথে কথা বলছি না বরং দেখেও নিচ্ছি, যেমন আপনি বাগদাদ শরীফের কোন ইসলামী ভাইয়ের নাম্বারে ফোন করুন, ফোনের মাধ্যমে সে আপনার সাথে একটি

www.dawateislami.net

প্রযুক্তিগত কানেকশনের মাধ্যমে কথা বলবে, যদি আপনি এতো দূরত্বের পরও ফোনের মাধ্যমে একে অপরের আওয়াজ শুনতে পারেন, ভিডিও কলের (Video Calls) মাধ্যমে একে অপরকে দেখতে পারেন, তবে যিনি **আল্লাহ তায়ালা**র ওলী, যাঁদের সম্পর্কে হাদীসে পাকে এরূপ বাণী বিদ্যমান যে, বান্দা নফল নামাযের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে আমার মকবুল বান্দা বানিয়ে নিই, অতঃপর আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার জিহবা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে বলে, আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াদেয়ে, ৪/২৪৮, হাদীস নং-৬৫০২) অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে অনেক বেশী ক্ষমতা দান করেন যে, তিনি দূরের জনকে দেখে নেন এবং তার ফরিয়াদ শুনে নেন, অন্তরের এপার ওপার দেখে নেন, যখন তাঁদের দূর থেকে শুনার ও দেখার ক্ষমতা অর্জিত হয়ে যায় এবং তাঁদের চলায়, তাঁদের ধরায় **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে অনেক বেশী শক্তি এসে যায়, তখন সেই নেক লোক সাহায্যও করে থাকেন এবং আহ্বানকারী ব্যক্তির চাহিদাও পূরণ করেন, তাই কেউ ইয়া গাউছ বলুক বা ইয়া খাজা মঈনুদ্দীন বলুক অথবা ইয়া দাতা গঞ্জে বখশ বলুক সবই জায়িয। বর্তমানকার বৈজ্ঞানিকদের দেখুন কিরূপ উন্নতি করেছে, দুনিয়া জুড়ে এমন যন্ত্র আবিস্কার করেছে যে, যেখানে ইচ্ছা কথা বলা যায়, যেখানে ইচ্ছা ও যা ইচ্ছা দেখে নেয়া যায়, এই পদ্ধতি যদি এতই শক্তিশালী হতে পারে যে, হাজারো কিলোমিটার দূর থেকেও আওয়াজ শুনা যায় এবং অপরকে নিজের আওয়াজ পৌঁছানোও যায়, তবে কি রূহানী কানেকশনের মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালা**র ওলীরা, সকল আউলিয়ায়ে কিরামের সর্দার তাঁর মুরীদদের আওয়াজ শুনতে পারেন না? মনে রাখবেন! বৈজ্ঞানিক কানেকশনের সাথে রূহানী কানেকশনের কোন তুলনা নেই, রূহানী কানেকশন অনেক বেশী শক্তিশালী এবং ক্ষমতা সম্পন্ন, সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কদমের ধুলোর সমানই হতে পারে না, তবে তাঁর চেয়ে বড় কিভাবে হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা যা কিছু পেয়েছি গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় পেয়েছি, এই **দা'ওয়াতে ইসলামী** তাঁর গোলাম, তাঁর নাম স্মরনকারী এবং ইয়া গাউছ বলে আহ্বানকারীদের একটি অনেক বড় কাফেলা।

www.dawateislami.net

মে জাহান্নাম মে না আব জাওঙ্গা اِنْ شَآءَ الله
রেহনুমা তুম কো জু মে নে হে বানা ইয়া গাউছ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪১ পৃষ্ঠা)

মাযারাতে আউলিয়া মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে, সুন্নাতের সুবাশ ছড়াতে, মানুষের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জলিত করতে সদা ব্যস্ত। সারা দুনিয়ায় মাদানী কাজকে সংগঠিত করতে প্রায় ১০৪টি বিভাগ (Departments) প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাযারাতে আউলিয়া মজলিশ"**, এই বিভাগের যিম্মাদাররা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার মুবারকে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমত করে যাচ্ছে। যেমন; যথা সম্ভব সাহিবে মাযারের ওরশ মুবারকে ইজতিমায়ে যিকির ও নাত আয়োজন, মাযার সংলগ্ন মসজিদে আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলা সফর করানো এবং বিশেষ করে ওরশের সময়ে মাযারের আশেপাশে সুন্নাতে ভরা আসরের ব্যবস্থা করা, যাতে ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায এবং ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতি, মাযারে উপস্থিত হওয়ার আদব এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ শেখানো হয়, তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহও প্রদান করা হয়, ওরশের দিনগুলোতে সাহিবে মাযারের খেদমতে অসংখ্য ইসালে সাওয়াবের উপহার পেশ করা, তাছাড়া সাহিবে মাযারের সাজ্জাদানশীন, খলিফা এবং মাযারের মুতাওয়াল্লি সাহেবদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খেদমত, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা এবং দেশ বিদেশে হওয়া বিভিন্ন মাদানী কাজ সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি। **আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**কে উত্তোরোত্তোর সাফল্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আউলিয়াদের সর্দার হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্পর্কে শুনলাম যে,

www.dawateislami.net

- আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে **আল্লাহ তায়ালা** অনেক মর্যাদা দান করেছেন।
- আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে মানুষের চাহিদা পূরনকারী।
- আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিপদের সময় তাঁর মুরীদদের সাহায্য করতেন।
- আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মানুষ এবং জ্বিনদেরও সর্দার।
- আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দোয়ায় কবরের আযাব দূর হয়ে যেতো।
- আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে **আল মদদ ইয়া গাউছে আযম, ইয়া শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী** বলে আহ্বান করা জায়িয।
- আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরাও বিপদের সময় **আল্লাহ তায়ালার** নেককার বান্দাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া হলো যে, আমাদেরকে শয়তানী চিন্তাভাবনা থেকে বাঁচিয়ে আউলিয়ায়ে কিরামদের ভালবাসার তৌফিক দান করুন এবং তাঁদের বরকত দ্বারা উপকৃত করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করে
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো আর পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করো এবং পান শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩/৩৫২, হাদীস নং-১৮৯২) (২) **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে ফুক দিতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ৩/৪৭৪, হাদীস নং-৩৭২৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো কখনো বিষাক্ত হয়, তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হলে, পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬/৭৭) তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" (৩) পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করে নিন। (৪) চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন, বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের (LEAVER) রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৫) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। (৬) বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। (৭) বদনা ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে সেটার অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ, কেননা সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাদৃশ্য রাখে। এই দুই প্রকার (অর্থাৎ ওযুর বেঁচে যাওয়া পানি এবং জমজমের পানি) ব্যতীত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৪/৫৭৫ ও ২১/৬৬৯) এ দুই প্রকারের পানি ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। (৮) পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫/৫৯৪) (৯) পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন। (১০) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: بِسْمِ الله পাঠ করে পান করা শুরু করুন, ১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করুন। (ইহইয়াউল উলূম, ২/৮) (১১) গ্লাসে

www.dawateislami.net

অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। (১২) বর্ণিত আছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪/ ১১৭ ও কাশফুল খিফা, ১/৩৮৪) (১৩) পানি পান করার কিছুক্ষন পর খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের নীচে জমা হয়ে গেছে, তাও পান করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে

www.dawateislami.net

কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net